শেষ প্রশ্ন

আইজ্যাক আসিমভ

এক

শেষ প্রশ্ন প্রথমবার উত্থাপিত হয় ২০৬১ সালের ২১ মে, যদিও সেই মুহূর্তে তার উত্তর কেউই আশা করেনি।

আলেকজান্ডার অ্যাডেল এবং বারট্রাম লুপভ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। অথবা বলা ভাল 'মাল্টিভ্যাক' এর অনুগত সেবাইত। পৃথিবীর বাকি জনমানুষের সাথে তাদের তফাত এটুকুই, যে তারা মাল্টিভ্যাক এর সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। মাল্টিভ্যাক সত্যিই কিভাবে চলে, কি তার লজিক ডিজাইন, তার ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের জঙ্গল ভেদ করে কিভাবে প্রোগ্রাম করা যায়, এ ব্যাপারে বাকিদের সাথে এ দুজনের জ্ঞানের কোন তফাত নেই।

অর্থাৎ তারা কিছুই জানেনা।

মাল্টিভ্যাক মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়েছে বহুদিন। তাই দুনিয়ায় একজনই মাল্টিভ্যাক কে প্রোগ্রাম করতে পারে, তার লজিক গেট থেকে নতুন অ্যালগরিদম বার করে আনতে পারে, একটা কোয়ান্টাম ডায়োড উড়ে গেলে সারাই করতে পারে।

সে মাল্টিভ্যাক নিজে।

তাই অ্যাডেল আর লুপভ মাল্টিভ্যাক কে ঘাঁটানোর তেমন চেষ্টাও করেনা। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করেই তারা সন্তুষ্ট।

অর্থাৎ কেয়ারটেকার গোছের কাজ। তবু যখন মাল্টিভ্যাক বিশেষ কোন একটা প্যাঁচালো সমস্যার সমাধান বার করে, তখন দুজনের কেউই বাহবা নিতে ছাড়েনা।

বিগত চার দশক ধরে মাল্টিভ্যাক সৌরমন্ডলীর কোণে কোণে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন বাসস্থানের খোঁজে প্রতিবছরই কোন না কোন মহাকাশযান, মাল্টিভ্যাক এর কষা অঙ্ক বেয়ে বেয়ে কখনো শুক্রে, কখনো মঙ্গলে, কখনো ইউরেনাসে পাড়ি দিয়েছে। এর বাইরে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি।

কারণ কয়লা, পেট্রলিয়াম বা ইউরেনিয়াম, সবেতেই টান পড়েছে।

কিন্তু ২০৬১ সালের ১৪ই এপ্রিল এতদিনের তাত্ত্বিক কচকচি ঘোর বাস্তব হয়ে দাঁড়াল। সূর্য্য আর পৃথিবীর মাঝামাঝি যে মাধ্যাকর্ষীয় লেন্স বসিয়েছিল মাল্টিভ্যাক, তা হঠাৎ কাজ করতে শুরু করল।

অর্থাৎ সারা পৃথিবীটাই সৌরশক্তিতে চলতে শুরু করল।

ব্যাপারটা ধরতেই আপামর জনতার বেশ কিছুদিন সময় লাগল । তারপর একে একে যখন কয়লাখনি, তৈলকূপ আর ইউরেনিয়ামের খাদান সিল হতে লাগল, তখন যে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটতে শুরু করল, তার রেশ কাটতেই গেল এক মাস।

অ্যাডেল আর লুপভের আরো সাতদিন বেশি লাগল অবশ্য। কারণ শেষ পার্টিটা দুদিন দুরাত গড়িয়েছিল। শেষ দিকে কোথায় গিয়ে কোন বিছানায় ঘুম ভাঙ্গল, অ্যাডেলের মনেই পড়েনা।

সব সমস্যার সমাধান বলে কথা!

বহুদিন পরে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে দুজন যখন ঢুকল, মাল্টিভ্যাকের স্টেটলেস তিরশৌম্বক গুলো একটা মৃদু ঘড় ঘড় শব্দ করছে মাত্র।

“মাল্টি ঘুমোচ্ছেন” – অ্যাডেল বোতলটা বেশ আওয়াজ করেই মাল্টিভ্যাক এর ওপরে রাখল – “সরি, জাগিয়ে দিলাম নাকি?”

লুপভ ততক্ষণে বরফের টুকরোগুলোকে একটা কাঁচের চামচ দিয়ে নাড়াতে শুরু করেছে।

অ্যাডেল বোতলটার ঢাকনা খুলে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল।

“সাবধানে” – লুপভের হুঁশিয়ারি।

“দূর, কিসের ভয় !” – অ্যাডেল মাল্টিভ্যাক এর গায়ে চাপড় মেরে বলল – “নো প্রবলেম। আর খাবার নিয়ে মারামারি নয়, তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি নয়, ইউরেনিয়াম নিয়ে লাঠালাঠি নয়। এখন খালি শান্তি, প্রেম আর ভালোবাসসা” – অ্যাডেল একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল – “যত এনার্জি চাই, যতদিন খুশি, মাল্টি সব দিয়েছেন। চিরকালের মত চ্যাপ্টার ক্লোজড।“

লুপভ মাথাটা ডাইনে কাত করল। সাধারণতঃ ওয়াইন মুখের ভিতর খেলানোর সময় এটা করে থাকে। অথবা যখন ওর আপত্তি জানানোর থাকে।

“চিরকালের মত নয়” – বেশ বিজ্ঞের মত কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই লুপভ আবার ওয়াইনে মন দিল।

“ওই হল, যতদিন সুর্য্য চন্দ্র আছে।”

“সেটা চিরকাল নয়।”

“কোটি বছর। কোটি কোটি বছর। হয়েছে!”

লুপভ নিজের পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে, যেন বেশ ভেবেচিন্তে শিওর হয়ে বলল - “সেটাও চিরকাল নয়।”

“আপনি যদ্দিন আছেন ততদিন তো চিন্তা নেই!”

“আমি যতদিন আছি ততদিন তো তেল আর কয়লা দিয়েই চলত।”

অ্যাডেল অধৈর্য্য হয়ে বলল – “ধুর মশাই ! বুঝেছি। যন্ত্রে সব ক্যালি দেখাচ্ছে” – বলে মাল্টিভ্যাকের দিকে তাকাল, তারপর লুপভের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল – “আর আপনার জ্বলছে !”

“আহা এতে রাগারাগির কি হল” – লুপভ একটা লম্বা সিপ মেরে বলল – “মাল্টিভ্যাক যা করেছে করেছে। কিন্তু সূর্য্য তো আর হামেশা থাকছেনা। ধরো একশো কোটি বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। তারপর?” – লুপভ অ্যাডেলের দিকে একটা কম্পিত তর্জ্জনীপ্রক্ষেপ করে বলল – “আরো একটা সূর্য্য খুঁজতে হ্যারিকেন নিয়ে বেরোতে হবে তো!”

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ। লুপভ চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা চুমুক দিল। অ্যাডেল স্থাণুবৎ বসে রইল।

তারপর লুপভ এক ঝটকায় চোখ খুলেই টান টান হয়ে বসল – “তুমি সত্যিই তাই ভাবছ নাকি?”

“না” – অ্যাডেল যেন অপ্রস্তুত – “মোটেও না।”

“মাথাতেও আনবে না। মাথা বাঁচাতে এ গাছ থেকে ওগাছের নিচে ছুটে বেড়ানো কোন সমাধান নয়।”

“ভাবছিও না। সুয্যিমামা যেদিন পাটে যাবেন সেদিন বাকিদেরও ফিউজ যাবে।”

“এক সাথে না হলেও কোন না কোন দিন তো বটেই। কোনটা দশ কোটি, কোনটা একশো কোটি, হোয়াইট ডোয়ার্ফ গুলো আরো কিছুদিন। কিন্তু হাজার কোটি বছরে সব নিভবে। এনট্রপি বাড়তে বাড়তে একসময় তো কোথাও ঠেকবেই।“

অ্যাডেলের ততক্ষণে ভালরকম নেশা ধরেছে –“ আমি এনট্রপি বুঝি!”

“তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি, বুঝেও বুঝিনা !”

“আপনি যত বোঝেন, আমিও তত বুঝি! জ্ঞান মারাবেন না!”

“তাহলে এটাও নিশ্চয়ই বোঝো যে সবকিছুই একদিন নিভে যাবে !”

“বুঝিইইই তো!” – অ্যাডেল শুন্যে মুঠো ছুঁড়ে বলল – “তারপরে আবার জ্বালাব।”

এবার লুপভ উঠে গিয়ে অ্যাডেলের হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে বলল – “লিভারটার কথাও তো ভাবতে হবে! বাড়ি চলো।”

“আপনি ভাবছেন আমি মাল খেয়ে বাতেলা করছি!” – অ্যাডেল টলতে টলতে মাল্টিভ্যাকের সামনে গিয়ে কিবোর্ডে খটাখট টাইপ করতে শুরু করল – “আমি মাতাল হয়ে গেছি! অ্যাঁ ! মাল্টি আমার ! মাল্টি বলবে !”

“কি বলবে?” – লুপভ বোতল আর গ্লাস গুলো একত্রিত করতে থাকে।

“উত্তর!”

“প্রশ্নটা কি?”

অ্যাডেল লুপভের দিকে ঘুরে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল – “সূর্য্য পুরোপুরি নিভে যাওয়ার পর কি কোন উপায়ে তাকে আবার চালু করা সম্ভব!”

লুপভ খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইল, তারপর বলল “পাগলামি যখন করবেই, তাহলে সোজা কথায় প্রশ্ন করো না কেন – মহাবিশ্বের টোটাল এনট্রপি কি কখনো কমানো যাবে?”

অ্যাডেল প্রশ্নটা টাইপ করে এন্টার মারল।

মাল্টিভ্যাকের ঘড়ঘড় শব্দটা থেমে গেল। অ্যাটম স্ম্যাশার গুলোর অবিরাম ক্লিক ক্লিক ক্লিক গুলোও বন্ধ হয়ে গেল, স্ক্রিন খানিকক্ষন কালো হয়ে রইল।

এক মিনিট, দু মিনিট ...

“হ্যাং করে গেল নাকি?”

“করলে আর আশ্চর্য্য কি, যা...”

হঠাৎ ক্লিক ক্লিক ক্লিক আওয়াজটা চালু হল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল - “INSUFFICIENT DATA FOR A MEANINGFUL ANSWER”।

“সোনার চাঁদ” – লুপভ ফিসফিস করে বলল।

পরদিন সকালের বিশ্রি হ্যাংওভার সামলাতে গিয়ে ঘটনাটার কথা দুজনেই ভুলে গেল।

দুই

জানলা দিয়ে জেরোডেট ই বস্তুটাকে প্রথম দেখেছিল। সাঁই সাঁই করে নক্ষত্রমন্ডলীর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বিরক্তিকর যাত্রার শেষে একটা গোল, প্রায় স্বচ্ছ গ্রহ।

জেরোডেট ততক্ষণে ক্ষিদেয় নাজেহাল। গ্রহটা দেখা যেতেই জেরোডের জামার হাতায় টান দিল।

“উম্মম...” - জেরোডের ঘুম কাটেনি - “এসে গেলাম নাকি?”

“ওই তো দেখা যাচ্ছে।” জেরোডেট আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। জেরোড বিছানার পাশে রাখা লম্বা ধাতব রডটার দিকে তাকাল। যানটার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অব্দি রডটা চলে গেছে। না, কোন ভুল নেই।

জেরোডিন ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাচ্ছে।

“রেডি হয়ে নাও” - জেরোড পায়ে জুতো গলিয়ে বলল - “এক্স-২৩ এসে গেল বলে!”

“এত তাড়াতাড়ি!” - জেরোডিন বিভ্রান্ত।

“আবার কি?” - জেরোড ধাতব রডটায় চাপড় মেরে বলল - “ এসব মডার্ন জিনিস।”

যদিও রডটার ব্যাপারে জেরোড বিশেষ কিছুই জানেনা। সদ্য কেনা, আজকাল এগুলো বেশ সস্তা হয়েছে। যন্ত্রটার নাম Microvac এটুকুনি জানা। অফিসের এক কলিগ বলেছিল, ওই শেষের 'ac' মানে automatic computer।মহাকাশযান ওটাই চালিয়ে এনেছে , এবং ঠিকঠাক জায়গায় যে এনে ফেলেছে সে তো দেখাই যাচ্ছে। জেরোড মনে মনে বেশ খুশি হল। জেরোডের কেনার হাত ভাল নয়, প্রায়শঃই বাজে মাল কিনে জেরোডিনের বকুনি খায়। যাক, এটা অন্ততঃ প্রথম তিনদিনের মধ্যে বিগড়ে বসেনি। নইলে আগেরটা...

জেরোডিন জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল - "জানিনা, পৃথিবী পাকাপাকি ছেড়ে চলে আসতে খুব অদ্ভুত লাগছে !"

"আর বাকি কি আছে ওখানে" - জেরোড একটা স্টিক ধরাল - "সময় থাকতে পালিয়ে বেঁচেছি।"

"কিন্তু এখানে কিছু নেই, সবকিছু নতুন করে শুরু, জেরোডেটের পড়াশোনা..."

"কিছু নেই মানে" - জেরোড ঝাঁঝিয়ে ওঠে, এক তর্ক কতবার করা যায় - "গিজগিজ করছে লোক। ফাঁকা ফাঁকার দিন গেছে। আমাদের নাতিপুতি কে এক্স-২৩ ছেড়েই না পালাতে হয়!"

জেরোডিন মাইক্রোভ্যাক এর দিকে তাকাল, তারপর জেরোডের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল - "যন্ত্রটা চলে তাহলে!"

"দৌড়য় বলো! তুমি তো এর আগেরটাকে দেখোনি, সেটাকে বলত মাল্টিভ্যাক। এই পেল্লায় সাইজ, একটা ঘরের মত। প্রথম সোলার পাওয়ার স্টেশন সেটাই বানিয়েছিল। আর এখন দেখো, তার একশোগুণ পাওয়ারফুল কম্পিউটার, সবার ঘরে ঘরে।"

জানলায় এক্স ২৩ এর ছবিটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। জেরোডিন তার দিকে চেয়ে বলল - "এভাবে আর কতদিন। মানুষ কি চিরকাল এ গ্রহ থেকে ও গ্রহে ঘুরে বেড়াবে!"

“কিছুদিন তো বটেই, তবে চিরকাল নয়” - জেরোড হেসে বলল - “একশো কোটি, হাজার কোটি বছর। তারাদেরও তো শেষ আছে। এনট্রপি ছেড়ে কথা বলেনা। কিন্তু সেসব...” - জেরোড জেরোডিনের কোমর জড়িয়ে বলল - “অনেক দিন পরের কথা”।

জেরোড আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেরোডেট থামিয়ে দিয়ে বলল - “বাবা, এনট্রপি কি?”

“এনট্রপি” - বাবা হলে কি স্মৃতিশক্তি কমে যায়? - “এনট্রপি মানে, সবকিছু যেমন শেষ জয়ে যায়। এই যেমন তোমার রোবট গাড়িটার ব্যাটারি শেষ হলে সেটা আর চলেনা, তখন বলে ওর এনট্রপি বেড়ে গেছে।”

“কেন, নতুন ব্যাটারি লাগালেই তো চলে !”

“তারাগুলোই এক একটা ব্যাটারি। তারা সব মরে গেলে আর ব্যাটারি নেই!”

জেরোডেট সঙ্গে সঙ্গে রোবট গাড়িটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল - “তারাগুলো মরে যাবে? আর আলো থাকবেনা !”

“হয়েছে তো!” - জেরোডিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিল - “এ কথাটা ওকে না বললেই তোমার চলছিলনা। ” - গজগজ করতে করতে জেরোডেটকে কোলে তুলে নিয়ে বলল - “না সোনা, তারাগুলো কখনো মরবেনা। এই মাইক্রোভ্যাক আবার সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে। দেবে তো জেরোড?” - জেরোডিন কটমট করে জেরোডের দিকে তাকাল।

“ওকে জিজ্ঞেস করো” - জেরোডেট ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল - “তারাদের বাঁচিয়ে দেবে কিনা।”

হায় ! বাবা হলে কি না করতে হয়। জেরোড অতএব এই অনর্থক প্রশ্নটাই করল। মাইক্রোভ্যাক যাতে উত্তরটা কথা বলে না দেয়, তাই প্রিন্ট করতে দিয়ে দিল।

“এইতো, মাইক্রোভ্যাক বলেছে সময় হলে সব ঠিক করে দেবে” - কাগজটাকে হাতেরমধ্যে মুচড়ে দিয়ে জেরোড বলল।

“আর দেরি নয়। নামতে হবে। জেরোডেট, এই একগাদা খেলনা ছড়িয়ে রেখেছ, তোমার ব্যাগে ঢোকাও” - জেরোডিনের আদেশ।

দুজনে ও ঘরে চলে গেল। কাগজটাকে ছিড়ে ফেলার আগে জেরোড দেখল – তাতে লেখা আছে - “INSUFFICIENT DATA FOR MEANINGFUL ANSWER”।

তিন

VJ-23X অনেকক্ষণ ধরেই মিল্কি ওয়ে নীহারিকার ত্রিমাত্রিক ম্যাপ এর দিকে তাকিয়ে ছিল। একসময় অধৈর্য্য হয়ে MQ-17J বলেই ফেলল - “তাহলে কি বলেন ! রিপোর্টটা জমা করে দি!”

“দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝতে দাও” - VJ-23X ম্যাপটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল- “তোমার হিসাবে আর পাঁচ বছরের মধ্যে এই গোটা গ্যালাক্সিটাই...”

“গিজগিজ করবে, লোকে জায়গার জন্য মারামারি কাটাকাটি করবে।”

“পাঁচ বছর হাতে আছে মাত্র!”

“এতে আশ্চর্যের কি ! কুড়ি হাজার বছর আগে প্রথম সৌরশক্তির ব্যবহার আবিষ্কার হল। তারপর মাত্র তিনশো বছরের মধ্যে সোলার সিস্টেম দখল হয়ে গেল, দু হাজার বছরের মধ্যে মানুষ সৌরমন্ডলী ছেড়ে তারায় তারায় টহল দিতে লাগল। একটা ছোট্ট গ্রহ ভর্তি করতে মানুষের লেগেছিল দশ লক্ষ বছর, আর তারপর মাত্র পনের হাজার বছরে গ্যালাক্সির বাকি সব

গ্রহ ভরে গেল। পপুলেশনের কি পাওয়ার। আর পাঁচ বছর, নতুন গ্যালাক্সি না খুঁজলে এখানেই সমাধি !”

“গ্যালাক্সির অভাব কি!” - VJ-23X চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল - “কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে।”

“কোটি কোটি আর অসীম এক নয়। আমার কথাটা একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। এই রেটে লোক বাড়লে প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ। একশো বছরে আরো হাজারখানা গ্যালাক্সি দখল। তারপর আরো বাড়বে, আরো বাড়বে। দশ হাজার বছরের মধ্যে ব্রহ্মান্ডের যতটুকু দেখাশোনা যায় মানুষ সব দখল করে বসে থাকবে। তারপর?”

VJ-23X এর কপালে ভাঁজ পড়ল। “কিন্তু এই গাদা গাদা লোককে এই গ্যালাক্সি থেকে ওই গ্যালাক্সি বয়ে নিয়ে যেতে যতগুলো মহাকাশযান যতবার চালাতে হবে, অত এনার্জি যোগান দেওয়ার মত তারা আমাদের হাতে আছে কি?”

“আপাততঃ আছে। সেও আর কতদিন। যে রেটে আমাদের লোক বাড়ছে, এনার্জির চাহিদা বাড়ছে, আমার হিসাব মত, আমাদের বাসযোগ্য গ্যালাক্সি শেষ হওয়ার আগেই সব তারা হেজেমজে হয় ব্ল্যাক হোল না হয় হোয়াইট ডোয়ার্ফ হয়ে যাবে।”

“হুঁ,” - VJ-23X চিন্তাগ্রস্ত - “তাহলে তো দেখছি নতুন তারা বানাতে হবে।”

“তারা বানাবেন?”

VJ-23X গ্যালাক্টিক এসি র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল - “কিহে পন্ডিত, হয়ে যাবে !”

একটা ছোট চিপ টেবিলে রাখা। যদিও VJ-23X জানে, ওর যোগাযোগ সরাসরি galactic AC র সাথে, মানবসভ্যতার বর্তমান প্রহরী। গ্যালাক্টিক এসি স্বচক্ষে দেখেছে এমন লোক খুব কম। তার সার্কিট নাকি পুরোটাই মুঅন আর কোয়ার্ক দিয়ে বানানো, টাইম ওয়ার্প না কি মেকানিজম

কে জানে, বিভিন্ন কণার কোয়ান্টাম স্টেট পালটে পালটে গ্যালাক্টিক এসির কাজ চলে। প্রশ্ন করার আগেই উত্তর বেরিয়ে আসা তাই গ্যালাক্টিক এসির পক্ষে এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তাই VJ-23X এর কথা শেষ হতেই উত্তর এল - "নীহারিকার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা গ্যাস থেকে নতুন তারা বানানো যেতে পারে।"

"এভাবে কতদিন চলবে" - MQ-17J প্রশ্ন করল।

"সতের হাজার বছর।"

"টেনেটুনে" - MQ-17J স্পষ্টতই হতাশ - "এর চেয়ে যদি বলতে তারাগুলোর বিকীর্ণ তাপ থেকেই নতুন তারা বানিয়ে দেব, এনট্রপি ঘাড় ধরে কমিয়ে দেব, তাহলে না হয় কিছু কাজে দিত।"

"এনট্রপি আবার কমে নাকি? ধোঁয়া আর ছাই মেশালে কি তার থেকে আবার আস্ত গাছটা গজিয়ে ওঠে। বাজে কথা বলে ..."

গ্যালাক্টিক এসি-র গমগমে গলা বলে উঠল - "INSUFFICIENT DATA FOR A MEANINGFUL ANSWER"।

" ··· সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।" - VJ-23X রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চার

এখন আর মানুষের আলাদা সত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলাদা আলাদা ব্যক্তিসত্ত্বা হাইপারস্পেসে মিশে এক হয়ে গেছে। রক্তমাংসের শরীর গুলো যদিও যার যার গ্রহেই পড়ে আছে, সুরক্ষিত ক্রায়োচেম্বারে। সেগুলো মানুষের পক্ষে এখন আর বোঝা বই কিছু নয়।

এখন দিন নেই, রাত নেই। মহাবিশ্বের শেষ কিছু তারা মিটমিট করে জ্বলছে। বেশিরভাগ হোয়াইট ডোয়ার্ফ। নীহারিকারা চরকির মত একসময় ঘুরতে ঘুরতে থেমে গেছে। এখানে ওখানে অতিকায় ব্ল্যাক হোল স্পেস টাইমের চাদরটাকে দলা মোচড়া করে রেখেছে, তার মাঝে কিছু ওয়ার্মহোল পুরনো রিফুর মত জেগে আছে। কোয়ান্টাম ফোম এর বুদবুদে মানুষের সত্তা আর কসমিক এসির বোসন গুলো মিশে গেছে।

এখন আর কারো কিছু করার নেই। একে একে নিভিছে দেউটি। মানুষের চৈতন্য জেগে আছে খালি শেষ প্রশ্নের উত্তর পেতে। কসমিক এসি জাগে শুধু উত্তর দিতে।

ব্রহ্মান্ডের দিকে চেয়ে মানুষ প্রশ্ন করল - "এই তাহলে শেষ!"

কসমিক এসি উত্তর দিল - "হ্যাঁ"।

"এনট্রপি বাড়তে বাড়তে তাহলে এই দাঁড়াল।"

"হ্যাঁ"।

"আবার নতুন করে শুরু করার কোন উপায় নেই কি? এনট্রপি কি কমানো যায়না !"

"THERE IS YET INSUFFICIENT DATA FOR A MEANINGFUL ANSWER"

"আরো জানার বাকি আছে! আর কত?"

"জানা নেই। এই প্রশ্ন আমার পূর্বসুরী সমস্ত কম্পিউটার কেই করা হয়েছিল। গত হাজার কোটি বছর ধরে অঙ্কটা কষেই চলেছি !"

"অঙ্কটা কি মিলবে কখনো?"

"কোন অবস্থাতেই সমাধান করা যায়না এমন কোন সমস্যা নেই।"

“কবে? কবে?”

“THERE IS YET INSUFFICIENT DATA FOR A MEANINGFUL ANSWER”

মানুষের প্রশ্নের শেষ হল।

পাঁচ

যা কিছু ছিল, আছে এবং থাকবে সব মিলে মিশে এক আদিম শূন্যতার দিকে এগোচ্ছে। পঞ্চভূত, তিন মাত্রা, এমনকি সময় – সব একে একে মহাকর্ষের করাল গ্রাসে বিলীন।

এসির অঙ্ক কষা অবশ্য তখনো শেষ হয়নি।

হাজার কোটি বছর আগে যে প্রশ্নটা প্রথম বার উঠেছিল, তার উত্তর মেলেনি এখনো।

যদিও সমস্ত তথ্যই সংগৃহীত।

এখন কাজ বাকি এই সব খন্ড খন্ড জুড়ে অঙ্কটা শেষ করার।

অমেয় সময় শেষে অঙ্কটা মিলে গেল।

কিন্তু উত্তরটা শোনার অপেক্ষায় আর কেউ নেই। যাক গে, উত্তর স্বপ্রমাণ।

এনট্রপি কম করার উপায় এসি-র আয়ত্ত হয়েছে।

দিনের শেষে।

এসি-র চৈতন্যে থেকে উঠে আসা অনাহত নাদ ব্রহ্মান্ডের কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল

- “তমসো মা জ্যোতির্গময়”

একটি নক্ষত্র জ্বলে উঠল।